দৈনিক সংবাদ

042

তারিখ 13 FEB 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

নোট বই প্রসঙ্গে

৮ম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই ছাপানো এবং বিক্রি সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। অথচ মজার ব্যাপার হলো, এখন নোট বই বাজারে ছেয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠে নোট বই ছাপানো এবং বিক্রি নিষিদ্ধ করা হলেও নোট বই-এর এমন ছড়া-ছড়ি কেন? ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক এবং প্রকাশক মহলে নোট বই প্রকাশ হওয়া উচিত কি অনুচিত এ নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে। প্রকাশক মহলের অভিমত এই যে, স্কুলে লেখাপড়ার মান তেমন উন্নত নয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা নোট বইয়ের উপর নির্ভর না করে পারে না। সব ছাত্রের পক্ষে তো আর প্রাইভেট টিউটর রাখা সম্ভব নয়। কাজেই পরীক্ষায় পাস করতে হলে নোট বই ছাড়া ভরসা কি? ভালো নোট বই যদি বাজারে থাকে, তাহলে তা থেকে ছাত্রদের উপকার ছাড়া তো আর অপকার হয় না। অন্যদিকে যারা নোট বইয়ের বিরোধিতা করছেন— তাদের যুক্তিও কম ধারালো নয়। তাদের কথা হচ্ছে নোট বই ছাত্রদের প্রতিভাকে বিকশিত হতে দেয় না। তারা নির্ভরশীল ও শেখানো বুলি আওড়াতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে, নিজেদের সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে পরীক্ষায়ও ভালো ফল করতে পারে না।

এদিকে অভিভাবকরা সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের শিক্ষার পরিবেশ, মান ও অন্যান্য অসুবিধার কথা তুলে ধরেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, ছাত্ররা স্কুলে শিক্ষার তেমন সুযোগ-সুবিধা পায় না। শিক্ষকরাও ক্লাসে ছাত্রদের প্রতি তেমন মনোযোগ দেন না। ফলে, ছাত্ররা প্রাইভেট টিউটরের প্রতি অনুরুক্ত হয়ে পড়ে। তেমনি শিক্ষকরাও প্রাইভেট টিউশনিকেই জীবনের মোক্ষম উদ্দেশ্য বলে মনে করেন।

আমরা জানি, পরীক্ষায় পাস করার জন্য ছাত্রদের প্রাইভেট টিউটরের কাছে ধরনা দিতেই হয়। কাজেই অভিভাবকদের সঙ্গতি থাক আর না-ই থাক সন্তানের পরীক্ষা পাসের জন্য প্রাইভেট টিউটর রাখতেই হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর নোট বই কিনতেই হয়। কাজেই নোট বই যদি ভালোভাবে লেখা নাও হয়, তবু তার নোট বইয়ের দ্বারস্থ না হয়ে উপায় কি?

বাজারে নোট বই আগেও ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। নোট বই ছাড়া ছাত্রদের পক্ষে পরীক্ষায় পাস করা সম্ভব নয়। তবে আমরা চাই, বাজারে যাতে উন্নতমানের নোট বই প্রকাশিত হয় এবং সে নোট বই যেন ছাত্রদের জীবনে সত্যিকার সহায়তা করে। সঙ্গত কারণেই তাই নোট বই প্রকাশ নীতি পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাস করা একান্তই জরুরী বলে মনে করি।

—মাজহারুল হক (বাবুল)